একজন রাজনৈতিক কর্মীর কথা

লুৎফর রহমান রিটন

মোটেই আমি হাঁটছি না তো
আমার হয়ে হেঁটে দিচ্ছে চাকা,
স্টিয়ারিং-এ হাতটি রেখে
আমার শুধুই একলা বসে থাকা!

মোটেই আমি খাচ্ছি না তো
আমার হয়ে খাচ্ছে দেশের নেতা,
খাদ্য-খাবার ওদের হাতেই
ওরাই ক্রেতা ওরাই যে বিক্রেতা!

পুলিশ আমায় বেদম পেটায়
মিছিল মিটিং এবং সমাবেশে,
অকাতরে দিচ্ছি জীবন
বোকার মতো দেশকে ভালোবেসে!

মোটেই নেতা মরছে না তো
নেতার হয়ে মরছি পথে আমি,
আমার প্রাণের কী দাম আছে?
নেতার জীবন অনেক অনেক দামি!

আমি মরলে লাভটা নেতার
নামবে আঁধার আমার পরিবারে,
অনটনের দৈত্য এসে
ঝাঁপিয়ে পড়বে অভাবী সংসারে!

নেতার কথায় জীবন বাজী
আন্দোলনে আমার আপোস নাই,
কিন্তু নেতা আপোস-রফায়
ডিগবাজী খায়, ঠিক আমি টের পাই!

আমি কিছুই পাচ্ছি না তো
প্রাপ্য আমার পাচ্ছে আমার নেতা,
গরিব দুখীর জন্যে কাঁদে
নেতা আমার সফল অভিনেতা!

আমি মরলে বিলাপ করে
বউ পোলাপান বৃদ্ধ মা আর বাপে,
নেতা এসে শান্তনা দেয়
পত্রিকাতে সেই ছবিটা ছাপে।

আমার এমন মৃত্যু মানে
নেতার মাথায় বিজয় মুকুট থাকা,
পরিবারের নিট বেনিফিট
মায়ের হাতে কয়েক হাজার টাকা।

নেতার দাবি—নামটা আমার
ইতিহাসে অমরত্ব পাবে,
বাস্তবতা—প্রতি বছর
মৃত্যু দিবস আসবে এবং যাবে—
কেউ আমাকে ভুলেও স্মরণ
করবে না যে আমি সেটা জানি,
পত্রিকাতে ছাপবে না নাম
স্মরণসভা? হবে না কুলখানী!

কোনো কালেই পায় না কিছুই
কর্মীগুলোর এমনি কপাল পোড়া,
তার পরেও যুগে যুগে
ছায়ার মতোন নেতার পেছন ঘোরা!

অটোয়া, কানাডা

riton100@gmail.com